5410 - জনকৈ নও-মুসলমি নারীর জন্য সূরা ফাতহিা পাঠ কষ্টসাধ্য

প্রশ্ন

আমি ইংরজেতিে (এটি আমার মাতৃভাষা) কথা বলি। আরবী ভাষা শখোর চষ্টো করছি। ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি সূরা ফাতহিা শখিছে। কন্তিু, কছিু হরফ আমি উচ্চারণ করতে পারি না। কছিু হরফ আমি ভুল উচ্চারণ করি। একটা ফকিহরে কতিাবে আমি পড়ছে যি কউে যদি সূরা ফাতহিার একটি হরফও ভুল পড়ে তাহলে তার নামায বাতলি হয়ে যাব। আমি আমার পড়া ঠকি করার জন্য কছিু রকের্ডডে পড়া শুনি। আমি এখনো ভুল করি। এটি নয়িে আমি খুব চন্তিতি হয়ে পড়ছে। পড়ার সময় আমি হরফরে উচ্চারণ ঠকিভাবে করার জন্য অনকে বশেি থামি। প্রায়ই আমি একাধকি বার সূরা ফাতহিা পড়ি। আমার করণীয় কী?

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

'যে ব্যক্তি সূরা ফাতহিায় ভুল করে তার নামায বাতলি'— কথাটি এ রকম ব্যাপক নয়। সূরা ফাতহিা পড়ায় সংঘটতি প্রতটিি ভুল নামায বাতলি করে না। বরং নামায তখনই বাতলি হয় যখন কউে সূরা ফাতহিা থকেে কছিু অংশ বাদ দয়ে অথবা শব্দরে শষে বর্ণরে স্বরধ্বনি (ই'রাব) বদলে ফলে; যার ফলে অর্থে পরবির্ততি হয়ে যায়। অধকিন্তু, নামায বাতলি হওয়ার বধিান এমন ব্যক্তরি ক্ষত্রেে প্রযোজ্য যে সূরা ফাতহিা শুদ্ধভাবে পড়তে পারে অথবা শখিতে পারার সক্ষমতা থাকলওে শখেনে। কন্তিু যে ব্যক্তি তা করতে অক্ষম, সে নজিরে সাধ্য অনুযায়ী পড়ব। এতে তার কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ আল্লাহ কাউকে সাধ্যাতীত কছিু চাপয়িে দনে না।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

সূরা ফাতহিা পাঠ কি নামাযরে রুকন?

১. আলমেদরে মতামতগুলোর মধ্যে সঠকি মতানুসারে সূরা ফাতহিা পড়া নামাযরে একটি রুকন। ইমাম, মুক্তাদি ও একাকী নামায আদায়কারীর উপর এ সূরা পড়া ওয়াজবি।

আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "যে ব্যক্তি এমন কোনো নামায পড়ে যে নামাযে সে সূরা ফাতহিা পাঠ করে না তার ঐ নামায অপূর্ণাঙ্গ (তনিবার) তথা অসম্পূর্ণ।" এক ব্যক্তি আবু হুরাইরাকে প্রশ্ন করল: আমরা তো ইমামরে পছিনে থাকি? উত্তরে আবু হুরাইরা বললনে: 'তুমি তোমার মনে মনে পড়ব।

কারণ, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, “আল্লাহ তাআলা বলেন: “আমি নামাযকে (সূরা ফাতিহা)-কে আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ করে নিয়েছি; অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা তাই পায় যা সে প্রার্থনা করে।’ সুতরাং বান্দা যখন বলে: ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ তখন আল্লাহ তাআলা বলেন: “আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল।” অতঃপর বান্দা যখন বলে: ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ তখন আল্লাহ বলেন: “বান্দা আমার স্তুতি বর্ণনা করল। আবার বান্দা যখন বলে: مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ তখন আল্লাহ তাআলা বলেন: “বান্দা আমার গৌরব বর্ণনা করল।” বান্দা যখন বলে: إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ তখন আল্লাহ বলেন: “এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে। আর আমার বান্দা তাই পায় যা সে প্রার্থনা করে।” অতঃপর বান্দা যখন বলে:

ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ 6 صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ

তখন আল্লাহ বলেন: “এটি আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দা যা চায় তাই পাবে।”[হাদীসটি মুসলিম (৩৯৫) বর্ণনা করেন]

মুসল্লীর উপর বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। কারণ আমরা সেভাবে কুরআন পড়ার ব্যাপারে আদিষ্ট যেভাবে তা অবতীর্ণ হয়েছে।

যে ব্যক্তির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া কষ্টসাধ্য তার হুকুম:

২. যে ব্যক্তির জিহ্বায় কোনো সমস্যার কারণে কিংবা অনারব হওয়ার কারণে বিশুদ্ধ উচ্চারণ করা তার জন্য কঠিন হয় তার উপর সঠিক উচ্চারণ শেখা ও সাধ্যমত উচ্চারণ শুধরে নেওয়া ওয়াজিব।

যদি সে না পারে: তাহলে তার উপর থেকে এর আবশ্যকতা মওকূফ হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ তা’আলা কাউকে সাধ্যাতীত কিছু চাপিয়ে দেন না।

আল্লাহ তা’আলা বলেন:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“আল্লাহ কাউকে সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেন না।”[সূরা বাকারা: ২৮৬]

যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়তে পুরোপুরি অক্ষম তার হুকুম:

৩. যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়তে পুরোপুরি অক্ষম কিংবা শিখতেও অক্ষম কিংবা সে সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং নামাযের সময় এসে পড়েছে, অথচ তার শেখার মত যথেষ্ট সময় নেই তার জন্য নিম্নোক্ত হাদীসে একটি সমাধান ও উপায়

রয়ছেে:

আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এক লোক এসে বলল: ‘আমি কুরআন মুখস্থ করতে পারি না। অতএব আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা কুরআনরে পরবির্তে যথষ্টে হবে।’ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে, তুমি বলবে: سُبْحَانَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ “সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদুলল্লিাহ, ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়া লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বল্লিাহ।” তখন লোকটি হাত দয়িে তা গণনার ইশারা করে তারপর বলল: ‘এটা তো আমার রবরে জন্য; আমার জন্য কি (বলব)?’ তনিি বললনে: “তুমি বলবে: اللّٰهُمَّ اغْفِرلِي وارْحَمْنِي وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وعافِنِيْ ‘হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, দয়া করুন, হদোয়াত দান করুন, রযিকি দনি এবং নরিাপদে রাখুন’।” লোকটি অন্য হাতে তা গণনা করে উঠে দাঁড়াল।[হাদীসটি নাসাঈ (৯২৪) ও আবু দাউদ (৮৩২) বর্ণনা করনে। হাদীসটরি সনদকে ইমাম মুনযরিী ‘আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব’ (২/৪৩০) গ্রন্থে উত্তম বলে গণ্য করছেনে। হাফযে ইবনে হাজার ‘আত-তালখীসুল হাবীর’ (১/২৩৬) গ্রন্থে এটকিে হাসান হসিবেে উল্লখে করছেনে।]

ইবনে কুদামা রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘যদি সে কুরআনরে কোনো কছিু ভালোভাবে পড়তে না পারে, আবার ওয়াক্ত শষে হওয়ার আগে তার জন্য শখো সম্ভবপর না হয় তাহলে তার জন্য سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله (সুবহানাল্লাহ ওয়াল-হামদুলল্লিাহ, ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়া লা-হাওলা ওয়া লা-কুওয়াতা ইল্লাবল্লিাহ) পড়া আবশ্যক হবে।’ দললি হলো আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণতি হাদসি: এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাছে এসে বললনে: আমি কুরআন মুখস্থ করতে পারি না। অতএব আমাকে এমন কছিু শখিয়িে দনি যা কুরআনরে বদলে যথষ্টে হবে। তনিি বললনে: তুমি বলবে: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله (সুবহানাল্লাহ ওয়াল-হামদুলল্লিাহ, ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়া লা-হাওলা ওয়া লা-কুওয়াতা ইল্লাবল্লিাহ।) লোকটি বলল: ‘এই কথা আল্লাহর জন্য; আমার জন্য কী?’ তনিি বললনে: তুমি বলবে: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ (আল্লাহুম্মাগফরিলি ওয়ার-হামনি ওয়ারযুকনি ওয়াহদনি ওয়া-‘আফনী। অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দনি, আমার প্রতি দয়া করুন। আমাকে রযিকি দনি এবং আমাকে নরিাপত্তা দনি।) তার উপর প্রথম পাঁচটি বাক্যরে অতরিক্তি কছিু পড়া আবশ্যক হবে না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পাঁচটি বাক্যরে মধ্যইে বষিয়টকিে সীমাবদ্ধ রখেছেলিনে। পরে যখন লোকটি অতরিক্তি কছিু চায় তখন তনিি তাকে বাড়য়িে দনে।’[সমাপ্ত]

যদি সে সূরা ফাতহিার কছিু অংশ পড়তে পারে, কন্তিু বাকি অংশ পড়তে না পারে তাহলে সে যতটুকু পড়তে পারে ততটুকু পড়া তার উপর আবশ্যক হবে।

সূরা ফাতহিার যে অংশটুকু সে ভালো পারে সটেি সে সূরা ফাতহিার পরমিাণ অনুসারে পুনরায় পড়বে। (অর্থাৎ যাতে করে তার সর্বমোট সাত আয়াত পরমিাণ পড়া হয় যা সূরা ফাতহিার আয়াত সংখ্যা)

ইবনে কুদামা বলছেন: ‘এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তার জন্য কেবল আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলাই যথেষ্ট। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পড়তে অক্ষম ব্যক্তিকে) বলেছেন: “তোমার কাছে যদি কুরআন থাকে তাহলে সেটা পড়বে। আর না থাকলে আল্লাহর তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ), তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ও তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পড়বে।”[হাদীসটি আবু দাউদ বর্ণনা করেন][আল-মুগনী (১/১৮৯-১৯০)]

কেউ যদি সূরা ফাতিহা পড়তে গিয়ে একটা হরফে ভুল করে তাহলে কি তার নামায বাতিল হবে?

কোন নামাযী সূরা ফাতিহার কোনো একটি হরফ পড়তে ভুল করলে নামায বাতিল হয়ে যায় মর্মে আপনি যা পড়েছেন বিষয়টি আসলে সে রকম ব্যাপক না। সূরা ফাতিহায় যে কোনো ভুলের কারণে নামায বাতিল হয় না। বরং তখনই নামায বাতিল হয় যখন সূরা ফাতিহা থেকে কোনো অংশ বাদ পড়ে অথবা শব্দের শেষে বর্ণের স্বরধ্বনিতে (ই’রাব) এমন পরিবর্তন আনেন যা অর্থকে বদলে দেয়। অধিকন্তু এই বিধান এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে সূরা ফাতিহা পুরোটা সঠিকভাবে পড়তে পারে অথবা শিখতে সক্ষম হলেও শেখেনি।

কিন্তু যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়তে অক্ষম সে তার সাধ্যমত সূরা ফাতিহা পড়বে, এতে তার কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেন না। আলেমদের বক্তব্য অনুসারে অক্ষমতা থাকলে কোনো কিছু আবশ্যক হয় না।[দেখুন: আল-মুগনী (২/১৫৪)]

এ অবস্থায় সে সূরা ফাতিহার যতটুকু পারে ততটুকু পড়তে হবে। তারপর এর সাথে তাসবীহ, তাহমীদ, তাকবীর ও তাহলীল পড়বে যাতে করে সূরা ফাতিহা যে অংশ সে পড়তে পারেনি এর ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।[দেখুন: আল-মাজমূ (৩/৩৭৫)]

সূরা ফাতিহায় ভুল করে এমন ব্যক্তির নামায কি শুদ্ধ হবে?

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

‘তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়: কেউ যদি সূরা ফাতিহা পড়তে গিয়ে ভুল করে তাহলে তার নামায কি শুদ্ধ হবে; নাকি শুদ্ধ হবে না?

তিনি উত্তর দেন: ‘সূরা ফাতিহায় যে ভুলের কারণে অর্থ বদলে যায় না এমন ভুল করলে ব্যক্তির নামায সঠিক হবে; হোক সে ব্যক্তি ইমাম কিংবা একাকী নামাযী। ... অন্যদিকে যে ভুল অর্থ বদলে দেয় এবং পাঠকারী সেটার অর্থ জেনে থাকে: যেমন সে যদি পড়ে صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ এবং সে জেনে থাকে যে এটি ضمير المتكلم (উত্তম পুরুষের সর্বনাম) তাহলে তার নামায সঠিক হবে না। আর যদি সে না জেনে থাকে যে অর্থ বদলে গেছে এবং মনে করে যে এটি ضمير المخاطب (মধ্যম

পুরুষরে সর্বনাম) তাহলে (তার নামায বাতলি হবে কনিা) এ নয়িে মতভদে রয়ছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।[সমাপ্ত][মাজমুউল ফাতাওয়া (২২/৪৪৩)]

তাকে আরো জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি যে কউে যদি নামাযে কোনো স্থানে যরে দওেয়ার পরবির্তে যবর দয়িে পড়ে তাহলে এর বধিান কী?

তনিি উত্তর দনে: যদি সে জনেে এমনটি করে তাহলে তার নামায বাতলি হয়ে যাব। কারণ সে তার নামায নয়িে খলে-তামাশা করছে। আর যদি না জনেে থাকে, তাহলে দুটি মতরে মাঝে একটি মত অনুসারে বাতলি হবে না।[সমাপ্ত][মাজমুউল ফাতাওয়া (২২/৪৪৪)]

নও-মুসলমি নারীর প্রতি উপদশে:

হে আমার নও-মুসলমি বোন! আপনার করণীয় হচ্ছে বশেি বশেি চর্চা ও অনুশীলন করা এবং এমন মুসলমি বোনরে কাছে পড়া যনিি কুরআন পাঠে দক্ষ। অথকিন্তু আপনার উচতি ক্যাসটে ও রডেওিতে দক্ষ ক্বারীদরে পাঠকৃত সূরাগুলো বশেি করে শোনো।

দুশ্চন্তিা এবং দুর্ভাবনার কছিু নইে। আল্লাহ তার সৃষ্টকিুলরে অন্তর সম্পর্কে অবহতি। কে প্রচষ্টো চালাচ্ছে আর কে অবহলো করছ; সটেি তনিি জাননে।

আপনি কুরআন পড়তে গয়িে যে কষ্টরে সম্মুখীন হচ্ছনে, সটেি আপনার নকেী বাড়য়িে দচ্ছি। আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহা বর্ণনা করনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: “কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লপিকির ও নকেকার ফরেশেতাদরে সাথে থাকব। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং পড়ার সময় তোতলায়, পড়া তার জন্য কঠনি সে ব্যক্তরি জন্য রয়ছে দুটি নকেী।”[হাদীসটি মুসলমি (৭৯৮) বর্ণনা করনে]

ইমাম নববী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘যে ব্যক্তি পড়ার সময় তোতলায় সে মূলতঃ নজিরে মুখস্থরে দুর্বলতার জন্য বারংবার পড়ে। তার রয়ছে দুটি নকেী: একটি পড়ার কারণে। আর অন্যটি পড়তে গয়িে তোতলানোর সম্মুখীন হওয়ার কারণে।’[সমাপ্ত]

একাধকিবার সূরা ফাতহিা পড়ার প্রয়োজন নইে। কারণ এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে আদর্শ নয়। বরং এটি কুমন্ত্রণার দরজা খুলে দয়ে, নামাযে ঘাটতি সৃষ্টি করে, নামাযরে একনষ্ঠিতা ব্যাহত করে, অর্থ অনুধাবন ও মনোযোগ প্রদানরে কাজ থকেে মানুষকে ব্যস্ত রাখে এবং শয়তানকে আনন্দতি করে। কারণ শয়তান এর মাধ্যমে মুসল্লীকে কষ্ট দতিে চায়। যাতে করে সে শষে পর্যন্ত নামাযরে ব্যাপারইে বরিক্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ তা’আলা দয়াময়, পরম করুণাময়। তনিি আমাদরে প্রতি আমাদরে চয়েওে দয়ালু। তনিি আমাদরে উপর আমাদরে সাধ্যরে বাইরে কছিু চাপয়িে দনে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।